পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ অধিকার

প্রাক-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অন্যান্য অনগ্রসর (ও.বি.সি.) শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আবেদনপত্রের ফর্ম এবং বৃত্তির বিবরণ ও নিয়মাবলী ঃ

১।ক) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে তাঁদের ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক ৪০ টাকা হিসাবে শিক্ষাবর্ষে ১০ মাসের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

খ) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করে তাঁদের ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী মাসিক ২০০ টাকা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণী মাসিক ২৫০ টাকা হিসাবে শিক্ষাবর্ষে ১০ মাসের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

২। এই বৃত্তির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের বার্ষিক আয়ের ঊর্ধসীমা ৪৪,৫০০।

৩। কোনও ছাত্রছাত্রী একই শ্রেণীতে একবার অনুত্তীর্ণ হলে এই বৃত্তি বন্ধ হবে।

৪। আবেদনকারী ছাত্রী-ছাত্রের পিতা জীবিত না থাকলে এবং মাতা জীবিত থাকলে, মাতা স্বতঃসিদ্ধভাবে অভিভাবিকা হবেন।

৫। পিতা ও মাতা উভয়েই জীবিত না থাকলে বৈধ রক্তের সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় অভিভাবক হবেন।

৬। মহকুমা শাসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জাতিগত শংসাপত্রের প্রত্যয়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত করতে হবে।

মাননীয়,

প্রকল্প আধিকারিক—তথা-জেলা কল্যাণ আধিকারিক।

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ, বর্ধমান, পোঃ ও জেলা—বর্ধমান।

সবিনয় নিবেদন,

আমি একজন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী—২০০ —২০১ শিক্ষাবর্ষে সরকারী বৃত্তিলাভের জন্য আবেদন করছি।

আমার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য নীচে দেওয়া হোল :

১। নাম

২। ঠিকানা

৩।ক) পিতা / মাতা / অভিভাবকের নাম

জাতি ধর্ম জন্ম তারিখ

খ) ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে অভিভাবক/অভিভাবকের সম্পর্ক

৪। বিদ্যালয়ের নাম—

ঠিকানা

বর্তমানে পাঠরত শ্রেণী শ্রেণীতে যোগদানের প্রকৃত তারিখ

৫। বিগত বর্ষের পাঠরত শ্রেণী

৬। অভিভাবকের গড় মাসিক আয় টাকা

৭। আমি তারিখ থেকে বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকি।

তারিখ— ছাত্র / ছাত্রীর স্বাক্ষর

৮। এতদ্বারা আমি অঙ্গীকার করছি যে, আবেদনপত্রে দেওয়া তথ্য সর্বতোভাবে সত্য। কোনও তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে এই আবেদনপত্র এবং বৃত্তি মঞ্জুর হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইতিমধ্যে কোনও অর্থ বৃত্তি বাবদ আবেদনকারীকে দেওয়া হয়ে থাকলে আমি তা সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব এবং আমার বিরুদ্ধে আদালত গ্রাহ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমার গড় মাসিক আয় টাকা।

তারিখ—

পিতা / মাতা / অভিভাবকের স্বাক্ষর

৯। আবেদনকারীর পারিবারিক আয় সম্পর্কে নিদর্শন পত্র :

এই নিদর্শনপত্র সাংসদ / বিধায়ক / জিলা পরিষদের সদস্য / পৌরসভার কাউন্সিলার / পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি / গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। 'ক' শ্রেণী ঘোষিত সরকারী আধিকারিক এঁদের যে কোনও একজনের দ্বারা স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। পিতা, মাতা অথবা অভিভাবক চাকুরীরত হলে চাকুরীস্থল থেকে মূল বেতন ও সকল ভাতা উল্লেখে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে মাসিক আয়ের প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে এবং চাকুরী ছাড়া অন্য আয়ের জন্য ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

আমি জ্ঞানতঃ স্বীকার করছি যে শ্রী / কুমারী / শ্রীমতী

পিতা ঠিকানা

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী।

অধিবাসী নয়। এবং

অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত জাতির শ্রেণীভুক্ত এবং

ধর্মাবলম্বী / তার পিতার / মাতার / অভিভাবকের সমস্ত উৎস থেকে গড় মাসিক

আয় টাকা মাত্র।

....

তারিখ : স্বাক্ষর

পুরো নাম ....

পুরো ঠিকানা ....

....

বর্তমানে যে পদে আছেন ....

....

(নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষরকারীর সিলমোহর না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হবে না)

উপরোক্ত ছাত্র / ছাত্রী আমার বিদ্যালয়ে বিগত বছরে শ্রেণীতে পড়ত। বর্তমানে ২০০.................২০০ শিক্ষাবছরে শ্রেণীতে অধ্যয়ণ করে। সে বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছাত্রাবাসে এই তারিখ নিয়মিত থাকে এবং নিয়মিতভাবে শ্রেণীতে অধ্যয়ণ করে। উপস্থিতির হার ৭৫ এর কম নহে। সে অন্য কোনও বৃত্তি পায় না এবং সে বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বার্ষিক পরীক্ষা তারিখে শেষ হবে। আবেদনকারীকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হল / হলনা / আমার বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

তারিখ :

প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর, সিলমোহর